সমস্যা নিয়ে কে কী বলছেন

নন্দু রায় (পরিবেশপ্রেমী)
আবর্জনার কারণে ময়নাগুড়ির পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এমনকি জর্দা নদী বন্ধ হওয়ার মুখে। প্রশাসনের উচিত দূষণ রোধে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সুশান্ত লাহিড়ি (বাসিন্দা)
ময়নাগুড়ির নিকাশি ব্যবস্থা ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা অন্যতম বড়ো সমস্যা। এই সমস্যা মেটাতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের উচিত প্রশাসনকে সাহায্য করা।

সুকুমার ভাদুড়ি (বাসিন্দা)
নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ার ফলে মশার উপদ্রব হয়েছে। বাজার এলাকায় জমে থাকা আবর্জনার জন্য দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে।

দেবরঞ্জন বর্মন (বিদায়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান)
নিকাশি নর্দমা সাফাইয়ের জন্য এসজেডিএ–র সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।

সুমিত সাহা (ব্যবসায়ী সমিতির সহসম্পাদক)
ডাম্পিং গ্রাউন্ড সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির বৈঠক হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতি প্রশাসনকে সবরকমের সহযোগিতা করবে।

প্রদীপ ঘোষাল (কংগ্রেস নেতা)
নিকাশি নর্দমা বেহাল থাকায় সমস্যা বাড়ছে। নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়েই মানুষ জর্দা নদীতে আবর্জনা ফেলছেন।

মনোজ রায় (তৃণমূল নেতা)
সব নর্দমাকে যুক্ত করে হাইড্রেন তৈরি করে ধরলা নিষ্কাশনের পরিকল্পনা হয়েছে। আবর্জনার ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানো হবে।

আবির দাস (বিজেপি নেতা)
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নিকাশি নর্দমা এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ড সমস্যার সমাধান করবে। এই দুই সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে ময়নাগুড়িতে।

নিকাশি ও আবর্জনার সমস্যায় জেরবার ময়নাগুড়ি

ময়নাগুড়ি, ১৫ মে ঃ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড সমস্যায় ভুগছে ময়নাগুড়ি। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বেশিরভাগ এলাকাতেই নর্দমা তৈরি করা হলেও নিয়মিত সাফাইয়ের অভাবে নর্দমাগুলি বেহাল দশায় রয়েছে। অন্যদিকে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অভাবে বাজারের যাবতীয় আবর্জনা এনে ফেলা হচ্ছে জর্দা নদীতে। ফলে আবর্জনার কারণে একদিকে যেমন দূষণ ছড়াচ্ছে, তেমনই ধীরে ধীরে বুজতে শুরু করেছে জর্দা নদী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বসতি এলাকায় আবর্জনা ফেলার জায়গা না থাকায় যেখানে সেখানে ময়লা জমা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, কয়েক বছরে ময়নাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির জন্য একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জায়গার অভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

আগের তুলনায় ময়নাগুড়ি এলাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন বাড়ি। চাকরি সূত্রে কিংবা পড়াশোনার জন্য গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ ময়নাগুড়িতে এসে থাকেন। আবর্জনাগুলি কোথায় ফেলা হবে তা নিয়ে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা। তাছাড়া গত কয়েক বছরে যেসব নর্দমা তৈরি হয়েছে সেগুলির প্রতিটির সঙ্গে নদীর সংযোগ নেই। সেকারণে কোথাও কোথাও আবর্জনা জমে নর্দমাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। কোথাও আবার নর্দমার জমা জলে মশার আঁতুড়ঘর তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাজার এলাকায় আবর্জনার সমস্যা সবচেয়ে বেশি। আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় বাজারের ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলেন জর্দা নদীতে। তাই আবর্জনা জমতে জমতে জর্দা নদীর অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে। আবর্জনার গন্ধে জেরবার হচ্ছেন এলাকাবাসীও।

জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে ময়নাগুড়ি হঠাৎ কলোনি ও জলঢাকা নদী সংলগ্ন এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি দেখা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা যায়নি।

যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে জানানো হয়েছে, ময়নাগুড়ির নিকাশি ব্যবস্থা ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা মেটাতে কয়েকমাস আগে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে বলে পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে। এসজেডিএ–র আর্থিক সহায়তায় ময়নাগুড়িতে নিকাশি নর্দমা সাফাইয়ের কাজ চলছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রের খবর। সাফাইয়ের কাজ যাতে নিয়মিতভাবে করা যায় সেব্যাপারে এসজেডিএ–র সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও ময়নাগুড়ি ডাভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শালবাড়ি এলাকায় আবর্জনা থেকে সার তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠক হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

জরদা নদীর ধারে জমে আছে আবর্জনা। ছবি ঃ

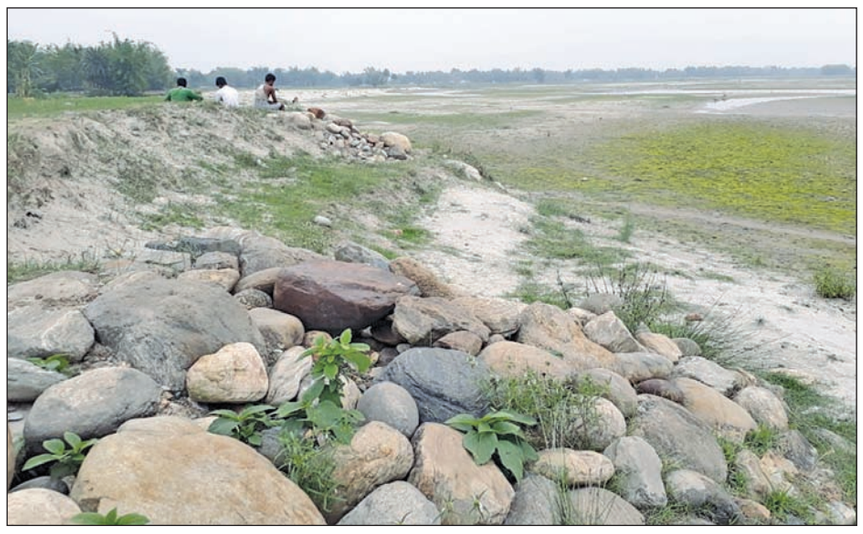

আগে ছিল ঘর, এখন গিলেছে তিস্তা। (ডানে) চর দিয়ে কষ্টের যাতায়াত।

সমস্যা মেটে না

তবু ভোট দিয়েই যান তিস্তারচরবাসীরা

গৌতম সরকার

হেলাপাকড়ি, ১৫ মে ঃ ভোট আসে ভোট যায়, লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রকৃতি বদলায়। প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে হাজির হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা। কিন্তু বদলায় না তাঁদের অবস্থা। ভোট শেষ হলে কেউই যে তাঁদের খোঁজ নেবে না, সেটা ভালোই অনুভব করতে পারেন তিস্তার চরের এই বাসিন্দারা, তবুও প্রতিবার নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন চরবাসীরা।

ময়নাগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা। ময়নাগুড়ি ব্লক থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত তিস্তায় একাধিক চর রয়েছে। এই চরগুলিতে প্রচুর মানুষের বাস। তাঁদের অভিযোগ, নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে। না পাওয়ার তালিকায় রয়েছে পানীয় জল, রাস্তাঘাটের মতো ন্যূনতম পরিসেবাগুলিও। তার উপর রয়েছে নদীভাঙন। এই সমস্যায় দিন দিন তাঁদের বসবাসের এলাকা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। নদীচর ও সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা এই মানুষগুলির বেশিরভাগই চেষ্টা করেও অন্যত্র চলে যেতে পারছেন না। চরের মাটি কামড়ে এখানেই থাকার চেষ্টা করছেন।

তাঁদের সমস্যা নিয়ে কেউই তেমনভাবে চিন্তিত নন, দাবি চরবাসীদের। অরুণ বিশ্বাস, অর্জুন মজুমদার, শিউলি রায়ের মতো চরবাসীদের কথায়, নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষদের যন্ত্রণা কেউই ঠিকমতো বুঝতে পারেন না। তাই চরবাসীদের জন্য কেউই ভাবিত নয়। ভোট আসলে নেতারা প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে হাজির হন। কিন্তু তারপরে আর তাঁদের দেখা মেলে না। তিস্তা সংলগ্ন বৈকুরগৌড় গ্রাম, পাড়ের বাড়ি, পয়স্তি প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, নদীভাঙনে ইতিমধ্যেই বিঘার পর বিঘা চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অনেকের বসতভিটাও নদী গ্রাস করেছে। নদীভাঙন প্রতিরোধের জন্য বাঁধ তৈরি না হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। নদীভাঙনে সর্বস্ব খুইয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা এই এলাকাগুলিতে একদম কম নয়। ভাঙনের জেরে বেশ কয়েকজন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন। কিন্তু চাষাবাদ করে জীবিকানির্বাহ করায় তাঁদের এখনও ফিরতে হচ্ছে নদীর পাড়েই। তবে আর্থিকভাবে দুর্বলরা অন্যত্র ব্যবস্থা করতে পারেননি। ফলে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে চরেই থাকতে হচ্ছে তাঁদের।

শুধু ভাঙনই নয়, ন্যূনতম নাগরিক পরিসেবা থেকেও বঞ্চিত এই চরের মানুষ। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বিভিন্ন সরকারি পরিসেবা থেকে আমরা বঞ্চিত। পরিস্রুত পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কুয়ো বা নলকূপের জলই ভরসা। এই জল পান করে মাঝেমধ্যেই পেটের রোগে আক্রান্ত হতে হয়। এলাকার রাস্তাগুলির দশাও বেহাল। কিছু ক্ষেত্রে বাইরের জগতের সঙ্গে কয়েকটি বাঁশের সাঁকোর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন চরবাসীরা। সব সমস্যা যে একবারে মেটানো সম্ভব নয়, সেটা জানেন তাঁরা। তাই প্রতিবারই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সেটুকুও পাচ্ছেন না তাঁরা। কোনোদিন জুটবে কি না, তাও পরিষ্কার নয় চরবাসীদের কাছে। তবুও প্রতি নির্বাচনে ভোট দেন এইনেই রাজ্যের বাসিন্দারা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনেই চলছে মূত্রত্যাগ

গোপাল মণ্ডল

বিন্নাগুড়ি, ১৫ মে ঃ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১২১ নম্বর বিন্নাগুড়ি বাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনেই শৌচকর্ম সারছেন অনেকে। পাশাপাশি, ফেলা হচ্ছে বাজারের আবর্জনা। ফলে একদিকে দূষণ যেমন বাড়ছে তেমনি বিভিন্ন রোগও ছড়াচ্ছে। বিষয়টি বারবার বিভিন্ন মহলে জানানো সত্ত্বেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে আবর্জনা ফেলা ও শৌচকর্ম বন্ধ করা যায়নি। এদিকে, পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিনের পর দিন কেন্দ্রটিতে পড়ুয়ার সংখ্যাও কমতে চলেছে।

বিন্নাগুড়ি বাজার এলাকার বাসিন্দা গোকুল মেজর, অরবিন্দ মাহাতো ও রাহুল ওরাওঁ জানান, সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার এই দুইদিন সাপ্তাহিক বাজার বসে। বাজারে আসা বাইরের দোকানদার ও ক্রেতারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির সামনে মূত্রত্যাগ করেন। বাজারের মধ্যে শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা ব্যবহার করেন না। পাশাপাশি, সেখানে অবাধে আবর্জনাও ফেলা হয়। স্থানীয় দোকানদাররাও বাড়ির আবর্জনা এনে স্কুলের সামনে ফেলেন। ফলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। যে কারণে অনেক অভিভাবকই বাচ্চাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠাতে চাইছেন না। ফলে যেমন পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি দূষণের ফলে বিভিন্ন রোগের শিকার হতে হচ্ছে। এছাড়া, বাজারের সময় কেন্দ্র চালনা করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্মীদের। এলাকার মানুষের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে শৌচকর্ম ও আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে কমছে পড়ুয়ার সংখ্যা

শিক্ষিকা আন্না সরকার বলেন, 'এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে মূত্রত্যাগ ও বাজারের আবর্জনা ফেলে রাখায় দুর্গন্ধে বাচ্চারা এসে বসতে পারে না, তেমনি বাজারের সময় প্রসূতি মায়েরা এখানে আসতে অস্বস্তি বোধ করেন। ফলে ক্লাস নিতে যেমন সমস্যা হয়, তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলমুখো হতে চায় না। তাই আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা দিনদিন কমছে। এই বিষয়টি এলাকার মানুষ প্রধানকে জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি।'

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁ জানান, বিষয়টি আমার জানা আছে। তবে শুধু পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিলে হবে না, এলাকার মানুষকে সজাগ হতে হবে। এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কীভাবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রেখে পঠনপাঠন চালনা করা যায় সেই বিষয়টি সকলকে ভাবতে হবে। যদি এলাকার মানুষ স্কুলের সামনে আবর্জনা না ফেলেন এবং বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সেখানে মূত্রত্যাগে বাধা দেন, তবে সমস্যা মিটে যাবে। আমরা পঞ্চায়েত থেকে অনেকবার ওই জায়গা পরিষ্কার করিয়েছি, কিন্তু লাভ হয়নি। বিন্নাগুড়ি বাজার কমিটিকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে বাজারের মানুষ প্রয়োজনে বাজারের শৌচালয় ব্যবহার করেন। আশা করি, তাতে সমস্যা অনেকটা মিটবে।

জলসমস্যায় জেরবার বিন্নাগুড়ি

১২০০টি পরিবারের জন্য দুটি রিজার্ভার

বিন্নাগুড়ি, ১৫ মে ঃ পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকা। ডিএস কলোনি, বিন্নাগুড়ি বাজার, স্টেশনপাড়া, শেরপাবস্তি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিবার ভোট এলে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। ভোটের আগে নির্বাচনিবিধি লাগু হয়ে যাওয়ায় প্রশাসনের তরফে নতুন প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন পঞ্চায়েত ভোট মিটে গিয়েছে। কিছুদিন পর ফের এই নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিন্নাগুড়িরই কিছু এলাকার মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পরিসেবা পাচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁদের প্রতিমাসে ১০০ টাকা দিয়ে জল খেতে হচ্ছে। চারটি কলোনির ১২০০টি পরিবারের জন্য দুটি রিজার্ভার রয়েছে। সেই দুটি রিজার্ভার থেকে জল সরবরাহ হলেও তা অনিয়মিত। বিদ্যুৎ না থাকলে জল সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই মেশিন বিকল হয়ে যায় বা বিদ্যুৎ দপ্তরের বিল না মেটানোয় লাইন কেটে দেওয়া হয়। তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জল সরবরাহ। দু–একটি গভীর নলকূপ থাকলেও তা অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

এই নিয়ে ধূপগুড়ি ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি তথা বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি পঞ্চায়েত সদস্য বলরাম রায় জানান, ওই কলোনিগুলিতে পিএইচইর জল সরবরাহ করা হয় না। আলাদা করে রিজার্ভার বসিয়ে জল সরবরাহ করা হয়। তাই জল বাবদ ইলেকট্রিক বিল নেওয়া হলেও জলের সমস্যা মিটছে না। ফলে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিজেপি নেতা রাজা জয়সোয়াল জানান, তৃণমূল কংগ্রেস এই পাঁচ বছরে দু–একটি রাস্তা ছাড়া এলাকার বাসিন্দাদের জন্য কিছুই করেনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে জলের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। জলের সমস্যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ি পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁ জানান, 'বিন্নাগুড়ির সব জায়গায় পিএইচইর জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যা রয়েছে। গত পাঁচ বছরে তৃণমূল অনেক উন্নয়নমূলক কাজ বিন্নাগুড়িতে করেছে। এবার পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হলে আমরা জলের সমস্যাগুলি খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করব।'

প্রায়শই দেখা যায় এমনটা। –সংবাদচিত্র